চবিতে ডোপ টেস্ট চালু, পজিটিভ হলে সিট বাতিল

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ১৮:৩৩, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪; আপডেট: ১৮:৪৮, ৯ ডিসেম্বর ২০২৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কর্তৃপক্ষ আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০% ডোপ টেস্ট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ল্যাবে মাত্র ৩৫০ টাকায় এই টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর আবাসিক হলের সিট বাতিল করা হবে। আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুর ২:৩০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন বলেন, “কিছু বছর আগে ক্যাম্পাস এবং আশপাশের এলাকা মাদকাসক্তির কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি, যার মধ্যে অন্যতম ডোপ টেস্ট। প্রাথমিকভাবে আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের এই টেস্টের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়

হয়েছে। যদি কোনো শিক্ষার্থীর টেস্ট পজিটিভ হয়, তাহলে তার হলের সিট বাতিল করা হ
এবং বাকি শাস্তি দেশের আইনের অধীনে কার্যকর হবে।"

তিনি আরও বলেন, "ডোপ টেস্টের জন্য যেসব খরচ সাধারণত হয়ে থাকে, তা কমানোর জ
আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ল্যাব ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এতে শিক্ষার্থীদের জ
খরচ অনেকটাই কমে আসবে।"

অধ্যাপক কামাল উদ্দিন যোগ করেন, "শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, আমাদের নিরাপত্তাকর্মীস
অনেকেই মাদকাসক্ত। তাই আমরা পর্যায়ক্রমে সব বিভাগের জন্য ডোপ টেস্ট চালানো
পরিকল্পনা নিয়েছি। বৃহস্পতিবার থেকে আমরা অফিসিয়ালি ডোপ টেস্টের কার্যক্রম শু
করতে যাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করছে ন
বরং রিসোর্স ব্যবহারের মাধ্যমে খরচ কমানো এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধা নিশ্চিত করার চে
করছে।"

এছাড়া, প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯৫০ টাকায় ডোপ টেস্ট করা সিদ্ধান্ত ছিল, তবে তা পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ল্যাবে ৩৫ টাকায় টেস্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধীরে ধীরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং নিরাপত্তাকর্মীদের ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হবে। এফ আর হলের মাধ্যমে শুরু করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হলের শিক্ষার্থীদেরও ডোপ টেস্ট করানো হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডোপ টেস্ট কমিটির কো-অর্ডিনেটর, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আতিয়ার রহমান, শাহ আমানত হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. গোলাম কিবরিয়া, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব।

এই উদ্যোগটি চবির শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং মাদকমুক্ত ক্যাম্পাস তৈরির উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত রাখবে।

নুসরাত